এআই খাতে ব্যয়, ৬০ হাজার কর্মীকে চাকরি ছাড়ার প্রস্তাব মাইক্রোসফটের



ছবি: সংগৃহীত

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) খাতে বিনিয়োগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণে কর্মীদের স্বেচ্ছায় চাকরি ছাড়ার বিনিময়ে আর্থিক সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে মাইক্রোসফট। এ কর্মসূচির আওতায় প্রায় ৬০ হাজার কর্মী আসতে পারেন, যা প্রতিষ্ঠানটির মোট কর্মীর প্রায় ২৭ শতাংশ। সোমবার মাইক্রোসফটের এক মুখপাত্র এ তথ্য জানিয়েছেন বলে খবর দিয়েছে বার্তা সংস্থা এএফপি।

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ভারত ও যুক্তরাজ্যে প্রতিষ্ঠানটির নির্দিষ্ট বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও তার নিচের পদমর্যাদার কর্মীরা এ সুবিধা পাবেন। তবে ডেটা সেন্টার, বিক্রয় ও বিপণন বিভাগের কয়েকটি দলের কর্মীরা এর আওতায় থাকবেন না।

মাইক্রোসফটের নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট ও প্রধান মানবসম্পদ কর্মকর্তা অ্যামি কোলম্যান কর্মীদের পাঠানো স্মারকে বলেন, এ কর্মসূচি তাঁদের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া এবং ভবিষ্যৎ কর্মজীবন নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে নমনীয়তা দেবে।

চলতি বছরে এটি কর্মীদের স্বেচ্ছায় চাকরি ছাড়ার সুযোগ দিতে মাইক্রোসফটের দ্বিতীয় উদ্যোগ। গত এপ্রিলে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠানটির প্রায় ৭ শতাংশ কর্মীকে আগাম অবসরের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। সিএনবিসির তথ্য অনুযায়ী, ওই কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার যোগ্য কর্মীদের প্রায় ৩০ শতাংশ স্বেচ্ছায় অবসর নেন।

নিয়ন্ত্রক সংস্থায় জমা দেওয়া নথি অনুযায়ী, গত জুনের শেষে বিশ্বজুড়ে মাইক্রোসফটের কর্মীসংখ্যা ছিল ২ লাখ ২৩ হাজার। ২০২৫ সালের শেষ দিকে এ সংখ্যা ছিল ২ লাখ ২৮ হাজার।

এআই অবকাঠামোয় বিপুল বিনিয়োগ

এআই অবকাঠামো নির্মাণে ব্যয়ের চাপ প্রযুক্তি খাতের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও রয়েছে। অ্যামাজন, মাইক্রোসফট, অ্যালফাবেট ও মেটা চলতি বছর এআই ডেটা সেন্টার, চিপ ও কম্পিউটিং অবকাঠামো তৈরিতে সম্মিলিতভাবে প্রায় ৭০০ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ের পরিকল্পনা করেছে।

মাইক্রোসফটের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের এপ্রিল-জুন প্রান্তিকে প্রতিষ্ঠানটির ব্যয় ছিল ৪১ বিলিয়ন ডলার। জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে তা ৫০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছানোর পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল। তবে ২০২৬ সালের মূলধনী ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ১৯০ বিলিয়ন ডলার থেকে কমিয়ে ১৭৫ বিলিয়ন ডলার করেছে প্রতিষ্ঠানটি।

প্রধান অর্থ কর্মকর্তা অ্যামি হুড জানান, মাইক্রোসফটের মোট ব্যয়ের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ স্বল্পমেয়াদি সম্পদ সংগ্রহে যাচ্ছে, যার মধ্যে কম্পিউটার চিপ কেনার ব্যয় উল্লেখযোগ্য। এআই ও প্রচলিত কম্পিউটিং অবকাঠামো—দুই ক্ষেত্রেই গ্রাহকদের চাহিদা থাকায় ব্যয় বাড়ছে বলে তিনি জানান।

প্রযুক্তি খাতে ছাঁটাইয়ের প্রবণতা

এআইয়ে বিনিয়োগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তি খাতে কর্মী ছাঁটাইয়ের ঘটনাও বাড়ছে। অ্যানথ্রপিকের প্রধান নির্বাহী দারিও আমোদেই সতর্ক করেছেন, এআইয়ের প্রভাবে ভবিষ্যতে বিপুলসংখ্যক মানুষ চাকরি হারাতে পারেন।

যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, নেটফ্লিক্স তাদের মোট কর্মীর প্রায় ৬ শতাংশ বা এক হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা করছে। ইবে চলতি মাসের শুরুতে এক হাজার কর্মী ছাঁটাই করেছে। এর আগে এ বছর আরও প্রায় ৮০০ কর্মী চাকরি হারান।

গত মে মাসে ফেসবুকের মূল প্রতিষ্ঠান মেটা বৈশ্বিক কর্মীসংখ্যার প্রায় ১০ শতাংশ কমিয়ে প্রায় আট হাজার কর্মী ছাঁটাই করে। এপ্রিলে প্রতিষ্ঠানটি আরও ছয় হাজার কর্মী নিয়োগের পরিকল্পনা বাতিলের কথা জানায়। পাশাপাশি প্রায় সাত হাজার কর্মীকে এআইভিত্তিক দায়িত্বে স্থানান্তরের পরিকল্পনা রয়েছে।

উবার গত সেপ্টেম্বরে প্রায় ১০ শতাংশ কর্মী ছাঁটাইয়ের ঘোষণা দেয়, যাতে আনুমানিক তিন হাজার বা তার বেশি কর্মী চাকরি হারাতে পারেন। অ্যামাজনও জানুয়ারিতে বিশ্বজুড়ে ১৬ হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ের ঘোষণা দিয়েছিল। এ ছাড়া গত জুলাইয়ে মাইক্রোসফট প্রায় পাঁচ হাজার কর্মী ছাঁটাই করে, যাঁদের বড় অংশ ছিলেন এক্সবক্স গেমিং বিভাগের।

প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোর এসব পদক্ষেপে এআই অবকাঠামোয় বিনিয়োগ বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যয় কমানো ও কর্মী ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তনের প্রবণতা স্পষ্ট হচ্ছে।